The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

# A Historical Analysis of The Economic structure And Colonial Exploitation of Jungle Mahal

*Mousumi Gorai. Bankura, West Bengal, India. Email Id – mousumigorai.mou@gmail.com*

DOI: https://doi.org/10.70798/tgjct/010400064

***Abstract:***

*This research article explores the economic structure of the Jungle Mahals and the nature of colonial exploitation in this forested frontier region of south-western Bengal. Historically, Jungle Mahals was characterized by a nature-dependent, subsistence-oriented economy based on forest resources, shifting cultivation, hunting, and collective labour practices of tribal communities such as the Santhals, Bhumijs, Lodhas, and Shabars.*

*With the expansion of colonial rule under the East India Company, this traditional economic structure underwent significant transformation. The introduction of land revenue systems, forest laws, and the rise of zamindars and moneylenders disrupted the existing socio-economic balance. Tribal communities were increasingly alienated from their customary rights over land and forests, leading to economic marginalization, indebtedness, and social disintegration.*

*The study further examines the social consequences of these changes, including the emergence of class differentiation, decline of community-based systems, and erosion of cultural autonomy. It also highlights various forms of resistance, such as the Chuar Rebellion and the Santhal Rebellion, which reflected the collective response of marginalized communities against colonial oppression.*

*By integrating regional history with broader colonial economic policies, this article argues that the transformation of Jungle Mahals was not merely an economic shift but a profound restructuring of society, power relations, and cultural identity under colonial rule.*

*Keywords:* *জঙ্গল মহল, ঔপনিবেশিক শোষণ, বনভিত্তিক অর্থনীতি, জনজাতি সমাজ*

## ভূমিকা:

ভৌগলিক ভাবে জঙ্গল মহল বলতে মূলত পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বিস্তীর্ণ বনভূমি-সমৃদ্ধ অঞ্চলকে বোঝানো হয়, যা আবার ঐতিহাসিকভাবে একটি সীমান্তভূমি হিসেবে পরিচিত। আধুনিক প্রশাসনিক পরিভাষায় এর অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলগুলি হলো পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়া জেলা। উক্ত অঞ্চলটি ভৌগোলিকভাবে বাংলার সমতলভূমি ও ছোটনাগপুর মালভূমির সংযোগস্থলে অবস্থিত হওয়ায় এর প্রকৃতি, অর্থনীতি ও সমাজজীবন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। ঐতিহাসিক সূত্র থেকে জানা যায় যে "জঙ্গল মহল" নামটি ব্রিটিশ আমলে প্রশাসনিকভাবে ব্যবহৃত হতে শুরু করে, যখন এই অঞ্চলকে বনাঞ্চল-প্রধান ও বিদ্রোহপ্রবণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। তবে তার আগেও এই অঞ্চলটি ছিল ঘন অরণ্য, পাহাড়ি ভূমি ও বিচ্ছিন্ন গ্রামীণ বসতির সমাহার, যেখানে কেন্দ্রীয় শাসনের প্রভাব তুলনামূলকভাবে কম ছিল। ফলে এখানে একটি স্বতন্ত্র সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে ওঠে, যা মূলত প্রকৃতি-নির্ভর ও জনজাতি-কেন্দ্রিক।

সরকারি ও সমকালীন বিবরণে জঙ্গল মহলকে একটি "forest-based tribal belt" হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যেখানে সাঁওতাল, ভুমিজ, লোধা, শবর প্রভৃতি জনজাতির বসবাস দীর্ঘকাল ধরে বিদ্যমান। এই জনগোষ্ঠীগুলির জীবনযাত্রা, উৎপাদন ব্যবস্থা এবং সামাজিক সংগঠন প্রকৃতির সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত ছিল। বন ছিল তাদের জীবিকার প্রধান উৎস—খাদ্য, জ্বালানি, নির্মাণসামগ্রী এবং বাণিজ্যিক পণ্যের জন্য তারা অরণ্যের উপর নির্ভরশীল ছিল। মূলত জঙ্গল মহলকে একটি বন-


***All rights reserved. © 2026***

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

প্রান্তবর্তী অর্থনৈতিক পরিসর হিসেবে বোঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানে কৃষি ছিল সীমিত ও ঝুঁকিপূর্ণ; বরং বনজ সম্পদ, শিকার, মাছ ধরা, এবং সামূহিক শ্রমভিত্তিক উৎপাদন ছিল অর্থনীতির প্রধান ভিত্তি। বিশেষত শাল বন এই অঞ্চলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, যা কাঠ, জ্বালানি এবং অন্যান্য বনজ পণ্যের মাধ্যমে স্থানীয় অর্থনীতিকে টিকিয়ে রাখত। সরকারি পর্যটন-তথ্যে উল্লেখ রয়েছে যে timber, firewood, honey, wax প্রভৃতি বনজ পণ্য স্থানীয় জীবিকার গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল।

একইভাবে কাঁকরঝোড় অঞ্চলের প্রশাসনিক বিবরণ থেকে জানা যায় যে লোধা ও শবরদের মতো জনজাতির জীবন সম্পূর্ণভাবে বনসম্পদের উপর নির্ভরশীল ছিল। তারা বন থেকে সংগৃহীত পণ্য যেমন কাঠ, ফল, মধু, এবং ঔষধি উদ্ভিদ সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করত। এই ধরনের অর্থনৈতিক কাঠামো ছিল মূলত subsistence-based, অর্থাৎ আত্মনির্ভরশীল এবং বাজার-নির্ভরতার বাইরে। এছাড়া জঙ্গল মহলের অর্থনৈতিক জীবন শুধুমাত্র বনজ সম্পদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং এখানে ক্ষুদ্র কৃষি, পশুপালন, এবং স্থানীয় হস্তশিল্পও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। বাঁশ, কাঠ, পাথর এবং প্রাকৃতিক উপকরণ ব্যবহার করে তৈরি বিভিন্ন হস্তশিল্প স্থানীয় বাজারে বিনিময় বা বিক্রির মাধ্যমে আয় সৃষ্টি করত। এইভাবে জঙ্গল মহল একটি বহুমুখী অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর দাঁড়িয়ে ছিল, যেখানে প্রকৃতি, শ্রম এবং সমাজ একে অপরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল।

সুতরাং, জঙ্গল মহলকে শুধুমাত্র একটি বনাঞ্চল হিসেবে দেখলে তার প্রকৃত ঐতিহাসিক তাৎপর্য ধরা পড়ে না। এটি ছিল এমন একটি অঞ্চল, যেখানে ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য, জনজাতি সমাজ, এবং প্রকৃতি-নির্ভর অর্থনীতি একত্রে একটি স্বতন্ত্র ঐতিহাসিক বাস্তবতা তৈরি করেছে। পরবর্তীকালে ঔপনিবেশিক শাসন এই ভারসাম্যকে ভেঙে দিয়ে নতুন অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক কাঠামো চাপিয়ে দেয়, যার ফলেই এই অঞ্চলে শোষণ, প্রতিরোধ এবং রূপান্তরের দীর্ঘ ইতিহাস গড়ে ওঠে।

গবেষণার উদ্দেশ্য:

এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো জঙ্গল মহলের অর্থনৈতিক কাঠামো এবং ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাবে তার রূপান্তরকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা। বিশেষভাবে এই প্রবন্ধে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

জঙ্গল মহলের প্রাক-ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক কাঠামো—যেমন বনজ সম্পদ, শিকার, ক্ষুদ্র কৃষি ও সামূহিক শ্রম—এর প্রকৃতি নির্ধারণ করা।

ঔপনিবেশিক হস্তক্ষেপ—বিশেষত ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা, বনসম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ এবং মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণির উত্থান—কীভাবে এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক ভারসাম্য নষ্ট করে, তা অনুসন্ধান করা।

জনজাতি সমাজের প্রান্তিকীকরণ, ঋণগ্রস্ততা, ভূমিহীনতা এবং জীবিকার সংকট—এই সমস্ত বিষয়ের সঙ্গে অর্থনৈতিক রূপান্তরের সম্পর্ক খুঁজে দেখা।

অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে জনজাতি সমাজের প্রতিরোধ ও আন্দোলনের ইতিহাসকে তুলে ধরা।

গবেষণা পদ্ধতি:

এই গবেষণায় মূলত ঐতিহাসিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে, যার মাধ্যমে জঙ্গল মহলের অর্থনৈতিক কাঠামো ও ঔপনিবেশিক শোষণের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণাটি গুণগত এবং বিশ্লেষণধর্মী পদ্ধতির সমন্বয়ে সম্পন্ন হয়েছে। প্রাথমিক ও গৌণ উভয় ধরনের উৎস ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাথমিক উৎস হিসেবে ঔপনিবেশিক প্রশাসনিক নথি, রাজস্ব সংক্রান্ত প্রতিবেদন, জেলা গেজেটিয়ার, এবং সমকালীন সরকারি দলিল বিবেচনা করা হয়েছে। গৌণ উৎস হিসেবে বিভিন্ন ইতিহাসবিদের গবেষণাগ্রন্থ, একাডেমিক প্রবন্ধ, এবং আধুনিক গবেষণা-রিপোর্ট ব্যবহার করা হয়েছে। এর মাধ্যমে জঙ্গল মহলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক রূপান্তরের একটি নির্ভরযোগ্য চিত্র নির্মাণের চেষ্টা করা হয়েছে।

মূল আলোচনা:

জঙ্গলমহলের অর্থনৈতিক কাঠামো: জঙ্গলমহলের অর্থনৈতিক কাঠামো ঐতিহাসিকভাবে ছিল প্রকৃতি-নির্ভর, জনজাতি-কেন্দ্রিক এবং বহুমুখী। এটি বাংলার সমতল কৃষিনির্ভর অর্থনীতির তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি "forest-based subsistence economy" হিসেবে গড়ে উঠেছিল। এই অঞ্চলে অর্থনৈতিক জীবন মূলত বনজ সম্পদ, ক্ষুদ্র কৃষি, শিকার, সংগ্রহ ও হস্তশিল্পের উপর নির্ভরশীল ছিল।


All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

প্রথমত, বনজ সম্পদ ছিল জঙ্গলমহলের অর্থনীতির মূল ভিত্তি। বন, কাঠ, জ্বালানি, মধু, মোম, ফলমূল এবং ঔষধি উদ্ভিদ স্থানীয় জনগণের জীবিকার প্রধান উৎস ছিল। জঙ্গল মহল-এর জনজাতি যেমন সাঁওতাল, ভুমিজ, লোধা ও শবররা এই বনসম্পদের উপর নির্ভর করে একধরনের আত্মনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তোলে। এই অর্থনীতি মূলত বাজারভিত্তিক ছিল না, বরং স্থানীয় ভোগ ও বিনিময় ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল ছিল।

দ্বিতীয়ত, কৃষি অর্থনীতি এখানে ছিল সীমিত ও ঝুঁকিপূর্ণ। জমির উর্বরতা কম, সেচব্যবস্থার অভাব এবং বৃষ্টিনির্ভরতা এই অঞ্চলের কৃষিকে অনিশ্চিত করে তোলে। ফলে একফসলি চাষ, ঝুমধর্মী কৃষি এবং ক্ষুদ্র উৎপাদনই ছিল প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই কারণে কৃষি কখনওই একমাত্র জীবিকার উৎস হয়ে উঠতে পারেনি; বরং বন ও কৃষি—এই দুইয়ের সমন্বয়ে অর্থনীতি পরিচালিত হত।

তৃতীয়ত, জঙ্গলমহলের অর্থনীতিতে সামূহিক শ্রম একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল। জনজাতি সমাজে জমি ও বন ব্যবহারের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানার ধারণা তুলনামূলকভাবে দুর্বল ছিল; বরং গোত্র বা সম্প্রদায়ভিত্তিক ব্যবহার প্রচলিত ছিল। এই কাঠামো অর্থনৈতিক সমতা বজায় রাখতে সাহায্য করত এবং সামাজিক সংহতিকে শক্তিশালী করত।

চতুর্থত, হস্তশিল্প ও ক্ষুদ্র উৎপাদনও অর্থনীতির অংশ ছিল। বাঁশ, কাঠ, পাথর এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক উপকরণ ব্যবহার করে তৈরি বিভিন্ন সামগ্রী স্থানীয় বাজারে বিনিময় বা বিক্রির মাধ্যমে আয় সৃষ্টি করত। এই ধরনের উৎপাদন প্রক্রিয়া স্থানীয় সম্পদ ও দক্ষতার উপর নির্ভরশীল ছিল।

রণজিৎ গুহ তাঁর সাবঅল্টার্ন ইতিহাসচর্চায় দেখিয়েছেন যে, এ ধরনের জনজাতি-প্রধান অঞ্চলে অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছিল মূলত সামূহিক ও প্রথানির্ভর, যা ঔপনিবেশিক শাসনের আগমনে ভেঙে পড়ে। তাঁর মতে, "Peasant and tribal societies had their own autonomous structures which were disrupted by colonial interventions." অর্থাৎ, জঙ্গলমহলের মতো অঞ্চলে অর্থনৈতিক কাঠামো ছিল স্বায়ত্তশাসিত ও স্থানীয় নিয়মে পরিচালিত, যা ব্রিটিশ শাসনের ফলে বিপর্যস্ত হয়। ডেভিড হার্ডিম্যান (David Hardiman) জনজাতি সমাজ নিয়ে গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, বনভিত্তিক অর্থনীতি ছিল "subsistence-oriented and ecologically balanced", যেখানে মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে একটি ভারসাম্য বজায় ছিল। ঔপনিবেশিক নীতির ফলে এই ভারসাম্য নষ্ট হয় এবং অর্থনীতি বাজার ও করনির্ভর হয়ে পড়ে। অন্যদিকে ইরফান হাবিব ভারতের কৃষি-ইতিহাস বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখিয়েছেন যে, ঔপনিবেশিক শাসন ভূমি ও সম্পদের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠা করে, যা পূর্ববর্তী সামূহিক ব্যবস্থাকে ভেঙে দেয়। তাঁর মতে, "The imposition of private property relations altered the traditional agrarian structure." এই মতামত জঙ্গলমহলের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, যেখানে পূর্ববর্তী সমবায়ভিত্তিক অর্থনীতি ধীরে ধীরে ভেঙে পড়ে।

ঔপনিবেশিক হস্তক্ষেপ ও শোষণ: জঙ্গলমহলের অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর ঔপনিবেশিক হস্তক্ষেপ ছিল বহুমাত্রিক এবং গভীর প্রভাববিস্তারকারী। ব্রিটিশ শাসন এই অঞ্চলকে কেবল একটি প্রাকৃতিক সম্পদসমৃদ্ধ বনাঞ্চল হিসেবে নয়, বরং রাজস্ব আহরণ ও প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করে। এর ফলে জঙ্গলমহলের পূর্ববর্তী স্বায়ত্তশাসিত, জনজাতি-নির্ভর অর্থনীতি ধীরে ধীরে ভেঙে পড়ে এবং তার জায়গায় একটি শোষণমূলক ঔপনিবেশিক কাঠামো প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রথমত, ভূমি-রাজস্ব নীতির মাধ্যমে শোষণ শুরু হয়। ১৭৬৫ সালে দেওয়ানি লাভের পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি জঙ্গলমহলে কর আরোপ শুরু করে। পরবর্তীকালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রভাবে এই অঞ্চলেও জমিদারি কাঠামো বিস্তার লাভ করে। ফলে পূর্ববর্তী সামূহিক ভূমি ব্যবস্থার পরিবর্তে ব্যক্তিগত মালিকানার ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে জনজাতি সমাজ তাদের ঐতিহ্যগত জমি ও বন ব্যবহারের অধিকার হারাতে থাকে এবং তারা জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগীদের অধীনস্থ হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয়ত, বনসম্পদের উপর ঔপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণ জঙ্গলমহলের অর্থনীতিকে গভীরভাবে আঘাত করে। ব্রিটিশরা বনকে রাষ্ট্রের সম্পত্তি হিসেবে ঘোষণা করে এবং কাঠ, জ্বালানি ও অন্যান্য বনজ সম্পদের উপর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। এর ফলে স্থানীয় জনগণ তাদের জীবিকার প্রধান উৎস থেকে বঞ্চিত হয়। বন আইনের মাধ্যমে শিকার, কাঠ সংগ্রহ এবং বনজ দ্রব্য ব্যবহারের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়, যা জনজাতিদের জীবনে এক গভীর সংকট সৃষ্টি করে।


All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

তৃতীয়ত, মধ্যস্বত্বভোগী ও মহাজন শ্রেণির উত্থান শোষণকে আরও তীব্র করে তোলে। জমিদারদের পাশাপাশি পত্তনিদার, মহাজন ও অর্থলগ্নিকারী শ্রেণি গ্রামীণ অর্থনীতিতে প্রবেশ করে। তারা উচ্চ সুদে ঋণ প্রদান করে এবং কৃষকদের ঋণগ্রস্ততার ফাঁদে ফেলে। ফলে কৃষক ও জনজাতি জনগোষ্ঠী ক্রমশ ভূমিহীন ও দরিদ্র হয়ে পড়ে।

চতুর্থত, এই অর্থনৈতিক শোষণের ফলে জঙ্গলমহলে একাধিক বিদ্রোহ ও প্রতিরোধ আন্দোলন দেখা যায়। চুয়াড় বিদ্রোহ (১৮শ শতকের শেষভাগ) এবং পরবর্তীকালে সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫-৫৬) এই শোষণমূলক নীতির বিরুদ্ধে জনজাতি সমাজের প্রতিক্রিয়া হিসেবে দেখা যায়। এই বিদ্রোহগুলি প্রমাণ করে যে জঙ্গলমহল ছিল কেবল শোষণের ক্ষেত্র নয়, বরং প্রতিরোধেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র।

রণজিৎ গুহ তাঁর বিশ্লেষণে দেখিয়েছেন যে ঔপনিবেশিক শাসন গ্রামীণ ও জনজাতি সমাজের স্বায়ত্তশাসিত কাঠামোকে ধ্বংস করে দেয়। তাঁর মতে, "Colonial rule transformed the agrarian structure by subordinating the peasantry and tribal communities." এই মত জঙ্গলমহলের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য, যেখানে জনজাতি সমাজ তাদের ঐতিহ্যগত অধিকার হারিয়ে শোষণের শিকার হয়। ডেভিড হার্ডিম্যান দেখিয়েছেন যে বনভিত্তিক অর্থনীতির উপর ঔপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণ মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ককে ভেঙে দেয়। তাঁর মতে, "The colonial control over forests alienated tribal communities from their natural resource base." অর্থাৎ, বন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া জনজাতিদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তোলে। ইরফান হাবিব ভারতের কৃষি অর্থনীতির পরিবর্তন বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন, "Colonial land revenue systems introduced new forms of exploitation and class differentiation." এই মত জঙ্গলমহলের ক্ষেত্রে স্পষ্ট, যেখানে জমিদার, মহাজন ও মধ্যস্বত্বভোগীদের উত্থান সামাজিক বৈষম্য বাড়িয়ে তোলে। অন্যদিকে বিপন চন্দ্র ঔপনিবেশিক অর্থনীতিকে সরাসরি শোষণমূলক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে, "British policies led to the commercialization of agriculture and increased pressure on the rural population." যদিও জঙ্গলমহলে বাণিজ্যিক কৃষি সীমিত ছিল, তবুও এই নীতির ফলে কৃষি ও বনসম্পদের উপর চাপ বৃদ্ধি পায় এবং স্থানীয় জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

সামাজিক অভিঘাত: জঙ্গলমহলে ঔপনিবেশিক হস্তক্ষেপের সবচেয়ে গভীর প্রভাব পড়ে সমাজজীবনের উপর। অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক, শ্রেণিবিন্যাস, জনজাতি পরিচয় এবং জীবনযাত্রার ধরন আমূল বদলে যায়। এই পরিবর্তনগুলি কেবল তাৎক্ষণিক ছিল না; বরং দীর্ঘমেয়াদে একটি প্রান্তিক, বৈষম্যপূর্ণ ও সংকটগ্রস্ত সমাজব্যবস্থার জন্ম দেয়।

প্রথমত, জনজাতি সমাজের প্রান্তিকীকরণ ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক অভিঘাত। জঙ্গল মহল অঞ্চলের সাঁওতাল, ভুমিজ, লোধা, শবর প্রভৃতি জনগোষ্ঠী ঐতিহ্যগতভাবে বন ও জমির উপর সামূহিক অধিকার ভোগ করত। কিন্তু ঔপনিবেশিক ভূমি-রাজস্ব নীতি ও বন আইন তাদের এই অধিকার কেড়ে নেয়। ফলে তারা নিজেদের আদি ভূমিতে "outsider" বা অধিকারহীন শ্রমিকে পরিণত হয়। এই প্রক্রিয়াকে অনেক ইতিহাসবিদ "tribal alienation" হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

দ্বিতীয়ত, শ্রেণিবিন্যাস ও সামাজিক বৈষম্যের বৃদ্ধি ঘটে। পূর্বে তুলনামূলকভাবে সমতাভিত্তিক জনজাতি সমাজে জমিদার, মহাজন ও মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণির প্রবেশের ফলে একটি নতুন সামাজিক স্তরবিন্যাস গড়ে ওঠে। একদিকে জমিদার ও অর্থলগ্নিকারী শ্রেণি ক্ষমতা ও সম্পদের অধিকারী হয়, অন্যদিকে কৃষক ও জনজাতি জনগোষ্ঠী ঋণগ্রস্ত ও নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ফলে সমাজে বৈষম্য ও শোষণ বৃদ্ধি পায়।

তৃতীয়ত, ঋণগ্রস্ততা ও দারিদ্র্যের বিস্তার সামাজিক সংকটকে তীব্র করে তোলে। উচ্চ সুদের ঋণ, খাজনার চাপ এবং অনিশ্চিত আয়ের কারণে কৃষক ও জনজাতিরা ক্রমশ ঋণের ফাঁদে পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে তারা জমি হারিয়ে শ্রমিকে পরিণত হয়। এর ফলে পরিবার ও সম্প্রদায়ভিত্তিক সামাজিক কাঠামো দুর্বল হয়ে পড়ে।


All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

চতুর্থত, জীবিকার সংকট ও অভিবাসন একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক পরিবর্তন হিসেবে দেখা দেয়। বনসম্পদের উপর নিষেধাজ্ঞা এবং কৃষির অনিশ্চয়তার কারণে অনেক মানুষ জীবিকার সন্ধানে অন্য অঞ্চলে যেতে বাধ্য হয়। এতে ঐতিহ্যগত সমাজব্যবস্থা ভেঙে যায় এবং সামাজিক সংহতি দুর্বল হয়।

পঞ্চমত, সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ও পরিচয় সংকট দেখা দেয়। জনজাতি সমাজের ধর্মীয় আচার, উৎসব, এবং জীবনযাত্রা বন ও প্রকৃতির সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত ছিল। কিন্তু ঔপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণ ও অর্থনৈতিক চাপের ফলে এই সাংস্কৃতিক চর্চাগুলিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে তাদের স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক পরিচয় সংকটের মুখে পড়ে।

রণজিৎ গুহ দেখিয়েছেন যে ঔপনিবেশিক শাসন গ্রামীণ ও জনজাতি সমাজকে অধীনস্থ করে একটি নতুন ক্ষমতার কাঠামো তৈরি করে। তাঁর মতে, "The subaltern classes were pushed to the margins under colonial rule." ডেভিড হার্ডিম্যান জনজাতি সমাজ নিয়ে গবেষণায় বলেন, "Colonial policies disrupted the social fabric of tribal communities." অর্থাৎ, ঔপনিবেশিক নীতি শুধু অর্থনৈতিক নয়, সামাজিক সম্পর্ক ও ঐতিহ্যকেও ভেঙে দেয়। ইরফান হাবিব-এর মতে, "The emergence of new classes under colonial rule led to increased social differentiation." এই মত অনুযায়ী, জঙ্গলমহলে নতুন শ্রেণির উদ্ভব সামাজিক বৈষম্যকে তীব্র করে তোলে।

প্রতিরোধ ও প্রভাব:

জঙ্গলমহলে ঔপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ একটি স্বতন্ত্র ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য। এই অঞ্চল কেবল শোষণের শিকার হয়নি, বরং বিভিন্ন সময়ে সংগঠিত বিদ্রোহ ও গণআন্দোলনের মাধ্যমে তার প্রতিবাদও প্রকাশ করেছে। এই প্রতিরোধগুলি অর্থনৈতিক বঞ্চনা, সামাজিক প্রান্তিকীকরণ এবং সাংস্কৃতিক সংকটের সম্মিলিত প্রতিক্রিয়া হিসেবে দেখা যায়। চুয়াড় বিদ্রোহ (১৮শ শতকের শেষভাগ) জঙ্গলমহলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরোধ আন্দোলন। চুয়াড় বিদ্রোহ মূলত ভূমিজ, কোল ও অন্যান্য জনজাতি সম্প্রদায়ের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। ব্রিটিশদের করনীতি, জমিদারি শোষণ এবং বনসম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহ গড়ে ওঠে। এটি ছিল একটি দীর্ঘমেয়াদি এবং ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা গণপ্রতিরোধ, যা স্থানীয় সমাজের অসন্তোষকে প্রতিফলিত করে। সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫–৫৬) জঙ্গলমহল-সংলগ্ন অঞ্চলেও গভীর প্রভাব ফেলে। সিধু ও কানহু মুর্মুর নেতৃত্বে এই আন্দোলন জমিদার, মহাজন এবং ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে এক বৃহৎ জনজাতি বিদ্রোহে রূপ নেয়। এটি শুধু অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে নয়, বরং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইও ছিল। এই প্রতিরোধ আন্দোলনগুলির ব্যাখ্যায় বিভিন্ন ইতিহাসবিদ গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদান করেছেন। রণজিৎ গুহ তাঁর Subaltern Studies-এ এই ধরনের বিদ্রোহকে "autonomous domain of subaltern politics" হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে, "Peasant insurgencies were not mere reactions but conscious and organized forms of resistance." অর্থাৎ, চুয়াড় বা সাঁওতাল বিদ্রোহকে শুধুমাত্র আকস্মিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে নয়, বরং সুসংগঠিত ও সচেতন প্রতিবাদ হিসেবে দেখতে হবে। এরিক স্টোকস (Eric Stokes) ভারতীয় কৃষক বিদ্রোহ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন, "Peasant rebellions were rooted in local grievances but shaped by broader colonial changes." ডেভিড হার্ডিম্যান জনজাতি আন্দোলনের ক্ষেত্রে দেখিয়েছেন যে, "Tribal resistance was often a struggle to protect their way of life and control over resources." অর্থাৎ, এই প্রতিরোধ কেবল অর্থনৈতিক নয়, বরং জীবনযাত্রা ও সাংস্কৃতিক পরিচয় রক্ষার লড়াই। অন্যদিকে বিপন চন্দ্র মনে করেন, "These uprisings reflected the deep discontent of rural society under colonial exploitation." অর্থাৎ, এই বিদ্রোহগুলি গ্রামীণ সমাজের গভীর অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ।

এই আন্দোলনের ফলে সমাজে বেশ কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় । যথা, ব্রিটিশ সরকার এই অঞ্চলে প্রশাসনিক পুনর্গঠন করতে বাধ্য হয়। বিশেষ করে জঙ্গল মহল জেলা গঠন ও পুনর্গঠন এই প্রতিরোধের ফলেই আংশিকভাবে প্রভাবিত হয়। বন ও ভূমি-নীতিতে কিছু পরিবর্তন আনার প্রয়োজনীয়তা ব্রিটিশরা উপলব্ধি করে, যদিও তা শোষণ পুরোপুরি কমাতে পারেনি। এই বিদ্রোহগুলি জনজাতি সমাজে ঐক্য ও প্রতিরোধ চেতনা জাগ্রত করে। একই সঙ্গে তারা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন


All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

হয়ে ওঠে। জঙ্গলমহলের প্রতিরোধ আন্দোলনগুলি ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের পূর্বসূরি হিসেবে বিবেচিত হয়। এগুলি দেখায় যে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীও ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে।

**উপসংহার:**

জঙ্গলমহলের অর্থনৈতিক কাঠামো ও ঔপনিবেশিক শোষণের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট হয় যে, এই অঞ্চলটি ছিল এক স্বতন্ত্র প্রকৃতি-নির্ভর ও জনজাতি-কেন্দ্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত। বনজ সম্পদ, ক্ষুদ্র কৃষি, সামূহিক শ্রম এবং স্থানীয় হস্তশিল্পের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা এই অর্থনীতি দীর্ঘকাল ধরে একটি ভারসাম্যপূর্ণ সামাজিক কাঠামোকে ধারণ করেছিল। কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসনের আগমনে সেই ভারসাম্য ভেঙে পড়ে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি-এর রাজস্বনীতি, বনসম্পদের উপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ এবং জমিদারি ও মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণির উত্থান জঙ্গলমহলের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে দুর্বল করে দেয়। এর ফলে জনজাতি সমাজ তাদের ঐতিহ্যগত অধিকার হারায়, কৃষকসমাজ ঋণগ্রস্ত ও শোষিত হয়ে পড়ে, এবং সামাজিক বৈষম্য ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ, পূর্ববর্তী স্বনির্ভর অর্থনীতি একটি নির্ভরশীল ও শোষণমূলক কাঠামোয় রূপান্তরিত হয়। তবে জঙ্গলমহলের মানুষ কেবল শোষণের শিকারই ছিল না; বরং তারা সক্রিয়ভাবে সেই শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। এই প্রতিরোধগুলি জনজাতি সমাজের আত্মপরিচয়, অধিকারবোধ এবং সংগ্রামী চেতনার বহিঃপ্রকাশ। অর্থাৎ ঔপনিবেশিক শাসন একদিকে যেমন একটি নতুন ক্ষমতার কাঠামো তৈরি করে, অন্যদিকে তেমনই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রতিরোধ ও আত্মসচেতনতার জন্ম দেয়। অতএব, জঙ্গলমহলকে বাংলার ইতিহাসে একটি প্রান্তিক অঞ্চল হিসেবে নয়, বরং শোষণ ও প্রতিরোধের এক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করা উচিত।

**Bibliography**

Guha, Ranajit. (1983). Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India, Delhi.
Guha, Ranajit. (1982) Subaltern Studies, Vol. I, Delhi,.
Hardiman, David. (1987).The Coming of the Devi: Adivasi Assertion in Western India, Delhi.
Hardiman, David. (2007). Histories for the Subordinated, Delhi.
Habib, Irfan. (1963). The Agrarian System of Mughal India, Delhi.
Chandra, Bipan. (1989). India's Struggle for Independence, Delhi.
Marshall, P.J. (1987). Bengal: The British Bridgehead, Cambridge.
Baden-Powell. (1892). B.H., The Land Systems of British India, Vol. I, Oxford.
Hunter, W.W. (1876). A Statistical Account of Bengal, Vol. IV, London.
O'Malley, L.S.S. (1911). Bengal District Gazetteers: Midnapore, Calcutta.
Risley, H.H. (1891). The Tribes and Castes of Bengal, Vol. I, Calcutta.
Dalton, E.T. (1872). Descriptive Ethnology of Bengal, Calcutta.
Guha, Ramachandra. (1989), The Unquiet Woods, Delhi.
Rangarajan, Mahesh. (2001). India's Wildlife History, Delhi.
Datta, K.K. (1940). The Santhal Insurrection of 1855–57, Calcutta.


All rights reserved. © 2026